মুয়াত্তা মালিক

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৪১

৩১. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় (كتاب البيوع)

পরিচ্ছেদঃ ২৪. মজুতদারী এবং মুনাফাখোয়ীর অপেক্ষায় থাকা

بَاب الْحُكْرَةِ وَالتَّرَبُّصِ

আরবী

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ

বাংলা

রেওয়ায়ত ৫৭. মালিক (রহঃ) বলেন, তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের বাজারে কেহ ইহতিকার[1] করিবে না। যেইসকল লোকের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা রহিয়াছে সেই সব লোক যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাসমূহ হইতে কোন জীবিকা (খাদ্যশস্য) ক্রয় করিয়া আমাদের উপর মজুতদারী করার ইচ্ছা না করে। আর যে ব্যক্তি শীত মৌসুমে ও গ্রীষ্মকালে নিজের পিঠে বোঝা বহন করিয়া (খাদ্যশস্য) আনিবে সে উমরের মেহমান, সে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় করুক, যেরূপ ইচ্ছা মজুত করুক।

English

Yahya related to me from Malik that he had heard that Umar ibn al-Khattab said, "There is no hoarding in our market, and men who have excess gold in their hands should not buy up one of Allah's provisions which he has sent to our courtyard and then hoard it up against us. Someone who brings imported goods through great fatigue to himself in the summer and winter, that person is the guest of Umar. Let him sell what Allah wills and keep what Allah wills."

ফুটনোট

[1] মজুতদারী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সামাজিক অপরাধ, চড়া মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাল মজুদ করিয়া রাখার নাম ইহতিকার। ইহুতিকার নিষিদ্ধ ও হারাম। হাদীসের দৃষ্টিতে ইহতিকারকারী অপরাধী ও অভিশপ্ত। মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাল মজূত রাখিলে, সাধারন্যে সেই মালের তীব্র প্রয়োজন থাকিলে ইহতিকার নিষিদ্ধ হইবে। রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইহতিকার করিবে সে ব্যক্তি হইতে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কমুক্ত, সেও আল্লাহ হইতে সম্পর্ক মুক্ত (অর্থাৎ সে আল্লাহর বান্দা নহে) এবং তাহার কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হইবে না। হালুয়া, মধু, তৈল, ব্যঞ্জন ইত্যাদিতে ইহতিকার নিষিদ্ধ নহে, ইহতিকার নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যে। সম্পদশালী শহরে যাহাতে মজুতদারীতে কোন ক্ষতি হয় না ইহতিকার নিষিদ্ধ মহে। — আওজাযুল মাসালিক।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=74238

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন